যুগান্তর

তারিখ ... 02 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৫...

রাজধানীর মৎস্য ভবনের সামনে সড়কে ছাত্রলীগের বিলবোর্ড। ছবিটি সোমবার তোলা যুগান্তর

ঢাকার বিলবোর্ড 'ঢাকা' ছাত্রলীগের ব্যানারে

মোয়াজ্জেম হোসেন নান্নু ও মতিন আবদুল্লাহ

ছাত্রলীগের দখলে বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বিলবোর্ডের সুশোভন বিজ্ঞাপনচিত্রগুলো ঢাকা পড়ে আছে ছাত্রলীগ নেতাদের ছবিসহ প্রচারণামূলক ব্যানারের আড়ালে। ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের উত্তর ও দক্ষিণের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মাস দেড়েক আগে এগুলো দখল করে নেয় ছাত্রলীগ নেতারা। ব্যানারে, ব্যানারে ছেয়ে যায় বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপনগুলো। সম্মেলন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও সরানো হয়নি বিলবোর্ডের ওপরে ছাত্রলীগ নেতাদের টাঙানো ব্যানারগুলো। কিভাবে এগুলো দখলমুক্ত হবে সেটাও নিশ্চিত নয়। এ বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। এর ফলে কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন বানিজ্যিক বিলবোর্ড ব্যবহারকারীরা। নিজ দায়িত্বে ব্যানারগুলো অপসারণ করার সাহসও করছেন না তারা।

অপসারণে সাহস পাচ্ছে না বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো

ভাড়া দূরে থাক, নেয়া হয় না অনুমতিও

বাংলাদেশ আউটডোর অ্যাডভার্টাইজিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) নেতাদের দাবি, শুধু ছাত্রলীগ নয় বর্তমানে রাজধানীর প্রায় ২০ শতাংশ বিলবোর্ড 'হাইজ্যাক' করে ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন

ব্যানারে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

ব্যানারে : ছাত্রলীগের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এমনকি সংসদ সদস্যদের নামেও ব্যানার টাঙানো রয়েছে। ইজারাপ্রাপ্ত বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোকে বিলবোর্ডের ভাড়া দেয়া দূরে থাক অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন বোধ করেননি এ নেতারা। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের প্রতিবাদ করলে মারধর পর্যন্ত খেতে হচ্ছে। বিলবোর্ড ব্যবসায়ীরা সরকারদলীয় এসব 'ব্যানারপন্থী' নেতাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

সরেজমিন সোমবার রাজধানীর তেজগাঁও, মহাখালী, ফার্মগেট, শাহবাগ, মৎস্য ভবন, কাকরাইল, গুলিস্তান, বাড্ডা, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর রোড, নীলক্ষেত মোড়, কার্জন হল, ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তন এলাকা, ধানমন্ডি, মতিঝিল, দৈনিক বাংলা, পল্টনসহ বিভিন্ন এলাকায় বিলবোর্ডের ওপর ছাত্রলীগ নেতাদের ছবি সংবলিত ব্যানার লাগানো অবস্থায় দেখা গেছে।

এ সময় দেখা যায়, ছাত্রলীগ দক্ষিণের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন সজিব, উত্তরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান কামরুল, মাসুম বিল্লাহ, রিয়াদ আল ফয়সাল বাপ্পী, মৎস্য ভবন মোড়ে উত্তরের আল আমিন সবুজ, গেণ্ডারিয়া থানা ছাত্রলীগের সভাপতি আলী আহসান শিশির, দক্ষিণের সহ-সম্পাদক অপু হাওলাদার ডালিমসহ বিভিন্ন নেতার প্রচারণার ব্যানার। ছবিসহ নানা প্রচারণার বড় বড় ব্যানার দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে বিলবোর্ডগুলো। অনেক স্থানে বিলবোর্ড দখল ছাড়াও বিভিন্ন খুঁটি, রাস্তার পাশের জায়গা, রাস্তার ডিভাইডার, ফুটওভারব্রিজ এবং ভবনের সামনের অংশেও ব্যানার ল?্গানো হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সদ্যসমাপ্ত ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের সম্মেলনকে সামনে রেখে এ বিলবোর্ডগুলো দখল করে বড় বড় ব্যানার টানিয়ে দেন সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা। সিটি কর্পোরেশন সূত্র বলেছে, এজন্য তাদের অনুমতি নেয়া হয়নি।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) নবনির্বাচিত মেয়র আনিসুল হক যুগান্তরকে বলেন, 'উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার বৈধ বিলবোর্ডের চেয়ে অবৈধ বিলবোর্ড বেশি। কিছু বিলবোর্ডের ওপর দলীয় ব্যানারও চোখে পড়েছে। আমি বিলবোর্ড অব্যবস্থাপনার বিষয়গুলোর খোঁজখবর করছি।' পর্যায়ক্রমে এসব বিভাগের অনিয়মের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র মো. সাঈদ খোকন যুগান্তরকে বলেন, সংস্থার সব বিষয় এখনও বোঝার চেষ্টা করছি। বিলবোর্ডের ক্ষেত্রে কি কি অনিয়ম আছে, তা সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

বাংলাদেশ আউটডোর অ্যাডভার্টাইজিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) নেতারা জানিয়েছেন, রাজধানীতে প্রায় ৫ হাজার বিলবোর্ড রয়েছে। এসব বিলবোর্ডে প্রতি বর্গফুটের জন্য ১৫০ টাকা করে তারা সিটি কর্পোরেশনকে ভাড়া দেন। সেই সঙ্গে দিতে হয় ১৫ শতাংশ ভ্যাটও। রাজনৈতিক দলের নামে এ বিলবোর্ডগুলো দখলের কারণে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

বিওএর ট্রেজারার শহিদুল ইসলাম সোমবার যুগান্তরকে জানান— ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, প্রজন্মলীগ এবং নবগঠিত প্রচারলীগ রাজধানীর বিলবোর্ড দখল করে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে। আমরা ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে গেলে মারধর খেতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে উল্টো মাসোয়ারা দিতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে আমরা বিলবোর্ড ব্যবসায়ীরা সরকারদলীয় এসব নেতাকর্মীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এবং বিলবোর্ড কার্যক্রমের সমন্বয়ক মো. গোলাম মোস্তফা সোমবার যুগান্তরকে জানান, সিটি কর্পোরেশন বিলবোর্ড ব্যবসা করে না। শুধু বিলবোর্ডের অনুমোদন দিয়ে থাকে। এর বিনিময়ে সিটি কর্পোরেশন ট্যাক্স পেয়ে থাকে। বেসরকারি বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো বিলবোর্ডের অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি, ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দেয়।

তিনি বলেন, কেউ অভিযোগ করলে আমরা তাদের সহযোগিতা করতে পারি। তবে এটা 'ক্রিমিনাল সাবজেক্ট' হওয়ায় পুলিশের সহযোগিতা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। এটা ব্যক্তি নিজেও করতে পারেন, সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতাও চাইতে পারেন। তবে সম্প্রতি কেউ বিলবোর্ড দখলের অভিযোগ করেনি আমাদের কাছে।' ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এবং বিলবোর্ড কার্যক্রমের সমন্বয়ক ক্যাপ্টেন (নৌ) বিপন কুমার সাহা যুগান্তরকে বলেন, আমাদের কাছে বিলবোর্ড দখলের বিষয়ে কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। অভিযোগ করলে আমরা তাদের সহযোগিতা করব।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান সোমবার সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, 'যেসব প্রার্থী বিলবোর্ডের ওপরে ব্যানার লাগিয়েছেন এখনই তা অপসারণের জন্য তিনি নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেবেন। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে এসব ব্যানার অপসারণ করা না হলে তিনি সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবেন বলেও জানান।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সভাপতি বায়েজিদ আহমেদ খান যুগান্তরকে জানান, প্রচারণার নামে বিলবোর্ড দখলকে তিনি সবসময় বিরোধিতা করেন। এ কারণে তিনি সম্মেলনের আগে একটিও ব্যানার লাগাননি। তিনি সবেমাত্র নির্বাচিত হয়েছেন উল্লেখ করে বলেন, 'এসব বিলবোর্ড অপসারণে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেয়ার আগে তাদের সঙ্গে বসতে হবে।'

ছাত্রলীগের দফতর সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সম্মেলন ২৮ মে বৃহস্পতিবার। আর ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সম্মেলন হয় ৩০ মে শনিবার। ২ দিনের ওই সম্মেলনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সভাপতি পদে মো. বায়েজিদ আহমেদ খান ও সাধারণ সম্পাদক পদে মো. সাব্বির হোসেন এবং উত্তরে মো. মিজানুর রহমানকে সভাপতি ও মো. মইউদ্দিন আহম্মেদকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।